



প্রিমিয়ার ভার্শিটির অর্থনীতি বিভাগে পিঠা উৎসবে প্রধান অতিথি উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন ও অন্যরা

প্রিমিয়ার ভার্শিটিতে পিঠা উৎসবে ড. অনুপম সেন

## বাঙালির সমৃদ্ধ গ্রামীণ সংস্কৃতি হাজার বছরের

নগরীর হাজারী লেইনস্থ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি ভবনে অর্থনীতি বিভাগের উদ্যোগে গতকাল পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা এবং ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক। অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি সমাজ মুখ্যত গ্রামীণ। এই সংস্কৃতি ও সমাজে পিঠার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বাঙালির কাছে এই পিঠার কদর চিরদিন থাকবে। তিনি পিঠা উৎসবের আয়োজন করায় অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করে তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, বাঙালির অর্থনীতি মুখ্যত গ্রামীণ ছিল। এখনও গ্রামীণ অর্থনীতির ভূমিকা ন্যূন নয়। যদিও নাগরিক শিল্প ও সেবা ক্রমশ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুখ্য স্থান অধিকার করছে। কিন্তু গ্রামীণ কৃষির উপর আমাদের নির্ভরতা সবসময় ছিল, সবসময় থাকবে, একই সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির উপরও। আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐশ্বর্য অনেক। তা রক্ষা করতে হবে, যেমন, পিঠা সংস্কৃতি।

উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা ও ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক বাঙালি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পিঠা উৎসবের আয়োজন করার জন্য অর্থনীতি বিভাগ ও এই বিভাগের শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। পিঠা উৎসবে অনেক রকমের পিঠা ও খাবারের প্রদর্শনী ছিল। যেমন, মিষ্টি বরা, ভাঁপা পিঠা, সাজের পিঠা, তালের পিঠা, পুলি পিঠা, নিমকি, কালো জাম, জিলাপি, খেজুরের রস, নারিকেল পিঠা, বিনি চালের পিঠা, সুজির ছই পাকন পিঠা, চুশি পিঠা, পানতোয়া পিঠা, পাটিসাপ্টা, নকশি পিঠা, শীত পিঠা, রসের চাঁ, আদিবাসীদের পিঠা (ছিলাং মুং, কদ মুং, কেহু মুং, ছেশমামুর, গুং মুং, চিতল ভর্তা), শিমের ফুল, দুধ চুটকি, পাকন পিঠা, রসভরি পিঠা, জালি পিঠা, দুধ পুলি, চমচম পিঠা প্রভৃতি। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বিদ্যুৎ কান্তি নাথ, সহকারী অধ্যাপক বদরুল হাসান আউয়াল, প্রভাষক ফারিয়া হোসেন বর্ষা, সুদিপ দে এবং উম্মে সালমা প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের পিঠা উৎসবে প্রধান অতিথি উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন ও অন্যরা

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগে পিঠা উৎসব

**আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐশ্বর্য**

**রক্ষা করতে হবে : ড. অনুপম সেন**

নগরীর হাজারী লেইনস্থ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি ভবনে অর্থনীতি বিভাগের উদ্যোগে গতকাল (মঙ্গলবার) পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

দিনব্যাপী এই উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষায় একশ্রেণী পদকপ্রাপ্ত প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা এবং ট্রেজারার প্রফেসর এ.কে.এম তফজল হক। সভাপতিত্ব করেন অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি সমাজ মুখ্যত গ্রামীণ। এই সংস্কৃতি ও সমাজে পিঠার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বাঙালির কাছে এই পিঠার কদর চিরদিন থাকবে। তিনি পিঠা উৎসবের আয়োজন করায় অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করে বলেন,

বাঙালির অর্থনীতি মুখ্যত গ্রামীণ ছিল। এখনও গ্রামীণ অর্থনীতির ভূমিকা ন্যূন নয়। যদিও নাগরিক শিল্প ও সেবা ক্রমশ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু গ্রামীণ কৃষির উপর আমাদের নির্ভরতা সবসময় ছিল, সবসময় থাকবে, একই সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির উপরও। আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐশ্বর্য অনেক। তা রক্ষা করতে হবে, যেমন, পিঠা সংস্কৃতি। উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা ও ট্রেজারার প্রফেসর এ.কে.এম তফজল হক বাঙালি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পিঠা উৎসবের আয়োজন করার জন্য অর্থনীতি বিভাগ ও এই বিভাগের শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান।

পিঠা উৎসবে অনেক রকমের পিঠা ও খাবারের প্রদর্শনী ছিল।

উৎসবে উপস্থিত ছিলেন অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বিদ্যুৎ কান্তি নাথ, সহকারী অধ্যাপক বদরুল হাসান আউয়াল, প্রভাবক ফারিয়া হোসেন বর্ষা, সুদিপ দে এবং উম্মে সালমা প্রমুখ।-বিজ্ঞপ্তি





প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগে পিঠা উৎসবে উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন ও অন্যান্য

## প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে পিঠা উৎসব বাঙালির ঋদ্ধ গ্রামীণ সংস্কৃতি হাজার বছরের : ড. অনুপম

নগরীর হাজারী লেনস্থ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি ভবনে অর্থনীতি বিভাগের উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী এই উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন, বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা এবং ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক। অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন।

এতে ড. অনুপম সেন বলেন, আমাদের ঋদ্ধ গ্রামীণ সংস্কৃতি কয়েক হাজার বছরের। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় শিল্পবিপ্লব এবং পুঁজিবাদী বিপ্লবের বিবরণ দেন। জীবনকে উপলব্ধি ও আনন্দদায়ক করার জন্য দারিদ্র দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তাও তিনি তুলে ধরেন।

অর্থনীতি বিভাগের বিভিন্ন সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরা পিঠা ও খাবারসমূহ পটায়ার মিষ্টি হাইলে আইয়্যু, পিঠা হাইলে আইয়্যুন, নকশা, পানসা, বাহারি পিঠা, বাহারি বানু, মিড়ে, হাট্টা মিড়ে চলিবু না?, হাইলে মজা না হাইলে সাজা প্রভৃতি স্টলের মাধ্যমে প্রদর্শন করে। উৎসবে পালংকি নামে একটি পানের দোকানের স্টলও ছিল। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বিদ্যুৎ কান্তি নাথ, সহকারী অধ্যাপক বদরুল হাসান আউয়াল, প্রভাষক ফারিয়া হোসেন বর্ষা, সুদীপ দে এবং উম্মে সালমা প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি



সুখবর পেলেন শাকিব-বুবলী  
শাকিব খানের সঙ্গে ছুটি বেঁধে চলচ্চিত্রের পা রাখেন শবনম বুবলী। এরপর তারা ছুটি বেঁধে উপহার দিয়েছেন বেশ ক'টি উল্টায় দিনে।  
বিহারিত • পৃষ্ঠা ৩



চট্টগ্রাম জেলার উন্নয়নে কাজ করতে চাই : জেলা প্রশাসক



কৃষিখাতে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে, কমছে খরচ ও সময়



কম টাকায় সাকিবকে পেতে অপেক্ষায় ছিল কলকাতা



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগে পিঠা উৎসবে প্রধান অতিথি উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন ও অন্যান্য

## বাঙালির গ্রামীণ সংস্কৃতি হাজার বছরের

২৭ ডিসেম্বর সকালে নগরীর ১৯ জারী লেইনস্থ প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি ভবনে অর্থনীতি বিভাগের উদ্যোগে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী এই উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষায় একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা এবং ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক। অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি সমাজ মুখ্যত গ্রামীণ। এই সংস্কৃতি ও সমাজে পিঠার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সূতরাং বাঙালির কাছে এই পিঠার কদর চিরদিন থাকবে। তিনি পিঠা উৎসবের আয়োজন করায় অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করে তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, বাঙালির অর্থনীতি মুখ্যত গ্রামীণ ছিল। এখনও গ্রামীণ অর্থনীতির ভূমিকা ন্যূন নয়। যদিও নাগরিক শিল্প ও সেবা ক্রমশ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুখ্য স্থান অধিকার করছে। কিন্তু গ্রামীণ কৃষির উপর আমাদের নির্ভরতা সবসময় ছিল, সবসময় থাকবে, একই সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির উপরও। আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐশ্বর্য অনেক। তা রক্ষা করতে হবে, যেমন, পিঠা

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি  
অর্থনীতি বিভাগে পিঠা  
উৎসবে ড. অনুপম সেন

সংস্কৃতি। প্রফেসর ড. সেন আরও বলেন, ষোলো-সতেরো শতক এবং আঠারো শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল। তখন গ্রাম ছিল স্বনির্ভর। কেবল লবণ, লোহা, সোনা, রূপা-এসবের জন্য গ্রামকে তখন শহরের উপর নির্ভর করতে হতো। এছাড়া সবকিছু গ্রামে পাওয়া যেত। তখন গ্রাম ছিল 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়'। সেসময় গ্রামীণ সংস্কৃতি ছিল খুবই স্বাদু। বারো মাসে তেরো পার্বণ অনুষ্ঠিত হতো। হতো পিঠা পুটির উৎসবও। আজকে অর্থনীতি বিভাগের যে-পিঠা উৎসব হচ্ছে, তা সেই সংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ড. সেন উল্লেখ করেন, আমাদের স্বাদু গ্রামীণ সংস্কৃতি কয়েক হাজার বছরের। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় শিল্পবিপ্লব এবং পুঁজিবাদী বিপ্লবের বিবরণ দেন। জীবনকে উপলব্ধি ও আনন্দদায়ক করার জন্য দারিদ্র দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তাও তিনি তুলে ধরেন। উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা ও ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক বাঙালি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পিঠা উৎসবের আয়োজন করার জন্য অর্থনীতি বিভাগ ও এই বিভাগের শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। পিঠা উৎসবে অনেক রকমের পিঠা ও খাবারের প্রদর্শনী ছিল। যেমন, মিষ্টি বরা, ভাঁপা পিঠা, সাঁজের পিঠা, তালের পিঠা, পুলি পিঠা, নিমকি, কালো জাম, জিলাপি, খেজুরের রস, নারিকেল পিঠা, বিনি চালের পিঠা, সুজির ছই পাকন পিঠা অন্যতম। বিজ্ঞপ্তি